

শারিয়া-প্রয়োগ

বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা, নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা, ঠিক তেমনি সরকারী আদালতের সাথেও আইন জিনিসটা একসাথে গাঁথা। আদালত থেকে আইন আলাদা করার কথা কল্পনাই করা যায় না। আইনের বৈশিষ্ট্যই হল, ওটা প্রয়োগে একটা বৈধ প্রতিষ্ঠানের বৈধ অধিকার এবং বৈধ পদ্ধতি থাকে। যে কেউ যে কোন জায়গায় ইচ্ছেমত যে কারো ওপর প্রয়োগ করলে সেটা কোন আইনই নয়। শারিয়া বানানোর সময়ও প্রয়োগের বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী শারিয়া-আদালত বানানো হয়েছিল খেলাফত আমলেই। একমাত্র ওই পদ্ধতিতেই শারিয়া প্রয়োগ করা হত, কোন ব্যক্তি-বিশেষের হুজুগের জায়গা ছিলনা। বিখ্যাত শারিয়া-পন্ডিত ডঃ হাশিম কামালি তাঁর “প্রিন্সিপলস্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স” বইতে পদ্ধতিটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, এর ৩১ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি:-

“কোরাণের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন কোন সময় প্রচুর মতভেদ হইবার উদাহরণ আছে। মাহমুদ শালতুত দেখাইয়াছেন যে কোন কোন সময় একই ব্যাপারে সাত বা আট রকমের আইনগত বিভিন্ন মতামত দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে এই মতামতের সবগুলিই ধর্মের অঙ্গ নহে ও বাধ্যতামূলক নহে। এই গুলি ইজতিহাদি মতামত, যাহাকে শুধু অনুমোদনই নহে বরং উৎসাহিতও করা হইয়াছে কেননা শারিয়া কাহারও তথ্যানুসন্ধান বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করেনা। উহারা সঠিক বা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু মতামতের এই বিভিন্নতা রাজ-ক্ষমতাকে জনকল্যাণের জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী মতটি বাছাই করিবার সুযোগ দেয়। যখন শাসক কোরাণের একটি বিশেষ ব্যাখ্যাকে বৈধতা দিয়া আইন হিসাবে বলবৎ করেন, তখন সকলের জন্য একমাত্র ঐ বৈধ মতটিই বাধ্যতামূলক হইয়া যায়”।

কি দাঁড়াল আর কি শুয়ে পড়ল তাহলে ব্যাপারটার? এই দাঁড়াল যে মওলানারা শুধু কোরাণ-হাদিস থেকে মতামত দেবেন, ইসলামী খলীফা পছন্দ মত তার যে কোন মত একটা আইন হিসেবে প্রয়োগ করবেন। আর শুয়ে পড়ল এই সত্য যে, অন্য কেউ শারিয়া প্রয়োগ করলে সেটা শারিয়া হবে না, অন্য কিছু হবে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের শারিয়া প্রয়োগের অধিকার নেই। এখানে একটা জিনিস বুঝে নেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল, ইসলামী খেলাফতের কোন বিশেষ শারিয়া ছিলনা। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন করেছেন, কখনো কখনো স্পষ্টতঃই কোরাণের বাইরেও গেছেন। যেমন, দুর্ভিক্ষের সময় হজরত ওমর চোরের হাত কাটেন নি, যুদ্ধের সময় শারিয়ায় মুরতাদের মৃত্যুদণ্ড ঢোকানো হয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানের দুনিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্যই যে কি আত্মঘাতী ভয়বহ তা পই পই করে বিশ্ব-মুসলিমকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট অনেক পন্ডিত দেখিয়েছেন অনেক বার। এ নিয়ে পরে লেখার ইচ্ছে রইল। ইসলামের নামে ক্রমাগত পাইকারী হারে অবৈধ ইসলামি বিশেষ-অঙ্গদের দ্বারা জাতির ধীশক্তিকে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়ার বা গ্রাম্য শারিয়া-আদালতে বিচারের রায়ে নারীর জীবন ছিন্নভিন্ন করার মহা কলংক এক বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন মুসলিম দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু ইসলামী সরকার কবে হবে সে জন্য রাজনৈতিক ইসলাম বসে থাকতে রাজী নয়, শারিয়া-প্রয়োগের ওই মৌলিক পদ্ধতিতেও সে ইতিমধ্যেই একটা ফুটো বের করে ফেলেছে। সেটা হল, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনেও যেন তেন প্রকারে শারিয়া প্রয়োগ করে সমাজকে “ধীরে ধীরে ক্রমশঃ” শারিয়ায় অভ্যস্ত করা- মৌদুদী। এ জন্যই শারিয়ার নামে ওই অত্যাচার-কলংকগুলোর সে প্রতিবাদ করে না। আসলে কোরাণের নাম করে কোরাণের, নবীজীর নাম করে নবীজির আর শারিয়ার নাম করে শারিয়ার মৌলিক নীতিমালা লংঘন করতে রাজনৈতিক ইসলামের জুড়ি নেই সত্যি। এক সাংঘাতিক বিপ্রতীপ গতিময়তার ভেতর দুই বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে বিশ্বময়, মানব জাতির দ্রুত মেরুকরণ হচ্ছে আফ্রো-এশিয়ায় এবং পাশ্চাত্যে। মাঝখানে ঝুলছেন পাশ্চাত্যের কিছু গণতান্ত্রিক মুসলিম।